সংবাদ

তারিখ 2 8 · APR · 2012 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

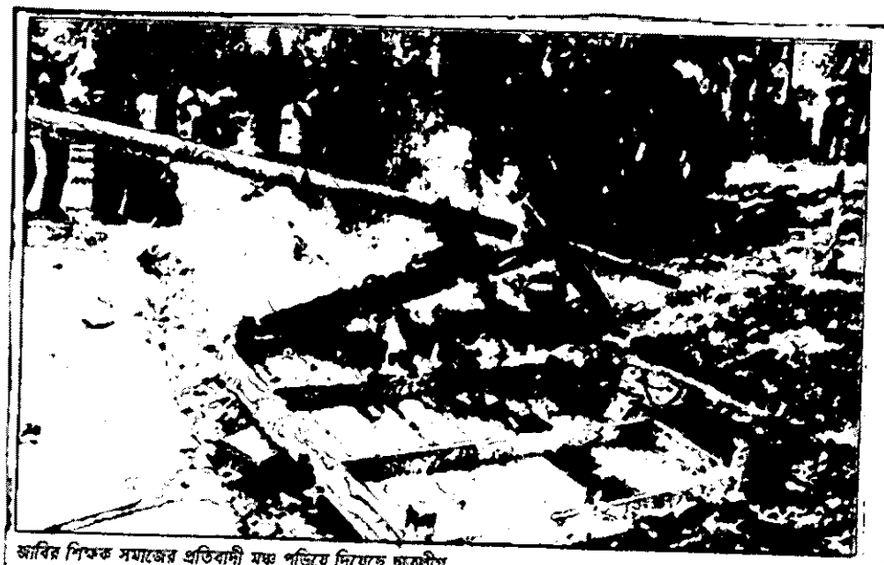

জাবির শিক্ষক সমাজের প্রতিবাদী মঞ্চ পুড়িয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ —সংবাদ

জাবি পরিস্থিতি সংঘাতময়

০ পেছনের ফটক দিয়ে উপাচার্য মুক্ত ০ শিক্ষক সমাজের প্রতিবাদী মঞ্চ পুড়িয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ ০ শিক্ষকরা আন্দোলনে অটল ০ ৫ মে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

সানা উল্লাহ, মাহি

ছাত্র-শিক্ষকদের অব্যাহত আন্দোলনের মুখে পরিস্থিতি ক্রমেই সংঘাতময় হয়ে উঠেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে ৫ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রশাসন। এদিকে শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতিবাদি মঞ্চ গতকাল পুড়িয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ। ৩৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর মুক্ত হয়েছেন উপাচার্য শরীফ এনামুল কবির।

জানা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ও সাধারণ শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। ১০ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত আন্দোলনরত শিক্ষকরা ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের পাশাপাশি অবরোধ করে রাখেন উপাচার্যের কার্যালয়। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে উপাচার্য তার প্রশাসনিক কার্যালয়ে উপস্থিত না হওয়ার কারণে নিষ্ফল হয় তাদের অবরোধ। পরে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কর্মসূচি দেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। তারা নতুন কর্মসূচি হিসেবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের পাশাপাশি ২৩ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবন সিলগালা করে দেয়ার কর্মসূচি দেন। তবে ২৩ ও ২৪ এপ্রিল কর্মসূচি পালনের পর ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা। ২৫ এপ্রিল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আকন্দের সঙ্গে বিভাগীয় অনিয়মের জের ধরে একই বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়। এবং একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। হাতাহাতির একপর্যায়ে মোহাম্মদ আলী আকন্দ কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা পান। তিনি জানান, তার সহকর্মীরা তাকে আহত করেছে। তবে অভিযুক্ত শিক্ষকরা এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, মোহাম্মদ আলী ছাত্রজীবন থেকে কোমরের রোগী। তিনি আমাদের দু'জনকে কোনরকম কারণ ছাড়াই লাথি মেরেছেন এবং তৃতীয় আরেকজন শিক্ষককে লাথি মারতে গেলে তিনি সরে যান এবং তিনি নিজকে সামাল দিতে না পেরে পড়ে যান। এদিকে ওই দিন সন্ধ্যায় মোহাম্মদ আলী আকন্দ আশুলিয়া থানায় ৭ শিক্ষককে আসামি করে একটি মামলা করেন। পরে গত বৃহস্পতিবার রাত ১টায় অধ্যাপক মোহাম্মদ তালিম হোসেন ও সহযোগী অধ্যাপক নূহ আলমকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কোন তদন্ত ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার হতে শিক্ষকদের গ্রেফতার করায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাত ২টা থেকে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে রাখে আন্দোলনরত শিক্ষক সমাজ। এদিকে গতকাল সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে অবস্থান করতে থাকে ৩ শতাধিক পুলিশ। পরে বেলা

জাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

জাবি : পরিস্থিতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১১টায় উপাচার্যের বাসভবনের পেছনের ফটকে অবস্থান করতে থাকেন উপাচার্যপন্থি শিক্ষকরা। অন্যদিকে একই সময় উপাচার্যপন্থি ছাত্রলীগ একটি মিছিল বের করে এবং প্রশাসনিক ভবনের সামনে স্থাপিত শিক্ষক সমাজের উপাচার্য প্রত্যাখ্যান মঞ্চটি পুড়িয়ে দেয়। এদিকে বিকাল ৩টায় পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরুদ্ধ উপাচার্যকে মুক্ত করেন উপাচার্যপন্থি শিক্ষকরা। অন্যদিকে বিকাল ৩টায় মুক্ত হয়ে প্রশাসনিক ভবনে পূর্বঘোষিত সিন্ডিকেট বৈঠক করেন উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির। সিন্ডিকেটে ১ জুনের গ্রীষ্মকালীন বন্ধ এক মাস এগিয়ে আগামী ৫ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়।

এদিকে উপাচার্য মুক্ত হলেও টানা দ্বিতীয় দিনের মতো অবরোধ অব্যাহত রেখেছে আন্দোলনরত শিক্ষক সমাজ। তারা পেছনের দরজা দিয়ে উপাচার্যের এ মুক্তিকে পালানো বলে অভিহিত করেছেন। তারা বলেন, উপাচার্যের সৎ সাহস থাকলে তিনি প্রধান ফটক দিয়ে বের হতেন। তিনি পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে আবারও প্রমাণ করলেন তার দুর্বলতার কথা।

অন্যদিকে সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট পরিস্থিতির অবসান, ১১ দফা দাবি ও গতকালের সিন্ডিকেট বৈঠককে স্বেচ্ছাচারী উল্লেখ করে তা বাতিলের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জোট।

উল্লেখ্য, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের উদ্ভূত পরিস্থিতি তদন্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক নাসির উদ্দীনকে প্রধান করে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।